দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৬।৫।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ১ ...

021

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কিছু কিছু নতুন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে বিভিন্ন মহলের আবেদন নিবেদন ছিল। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কেউ কেউ আবেদন জানিয়েছেন জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য। এরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন যাবত তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন, এবং এদের অনেকের নামই প্যানেলে আছে। প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘ হলে তাদের সরকারী চাকরির বয়স থাকবে না। অন্যদিকে শিক্ষকের অভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, আমাদের ধারণা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে এ সমস্যার অনেক সুরাহা হবে। এবং নিশ্চয়ই শিক্ষক নিয়োগের সময় প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের প্রশ্নটি সহৃদয়তার সাথে বিবেচিত হবে।

তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার আরো কয়েকটি প্রাণান্তকর সমস্যা আছে। প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে। বহু পূর্বে কর্তৃপক্ষ প্রতিগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিভিন্ন কারণে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। সে পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে রেজিস্ট্রিভুক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কিছু কিছু সাহায্য দেয়া হবে, এবং বলা হয়েছিল যে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও বিনামূল্যে বই দেয়া হবে সরকারী বিদ্যালয়গুলির মত। কিন্তু সর্বশেষ জানা গেছে যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়া হবে না। ফলে এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়েছে। কারণ বই পাল্টাবার ফলে এরা পুরান বই দিয়ে পড়ার কাজ চালাতে পারবে না। অপর দিকে বইয়ের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অনেকের পক্ষেই বই কেনা সম্ভব হবে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

এর পরেও এ মুহূর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির আর একটি সাংবাৎসরিক সমস্যা আছে। এই কালবৈশাখীর মৌসুমে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ঝড়-তুফানের শিকার হয়। এ কথা আমরা বার বার লিখেছি। এবং দেখা গেছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পড়াশুনা ব্যাহত হয়। কিন্তু কোন দিনই যেন এ দিকে নজর দেয়া হয় না। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রহীন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এ মৌসুমে নতুন এক নিদারুণ সংকটে পড়ে। চালের ছাউনি আর ঘরের বেড়া হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নেয়। আমরা মনে করি এ প্রশ্নটিও জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।